সোমবার, ২৯ আশ্বিন, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ৭১

গুজরাতে হিন্দুত্বের প্রচার শুরু, দরজায় ভোট কড়া নাড়তেই

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'হোমস্টেট' গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট যে কোনদিন ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বিজেপির দুর্গ গুজরাতে হিন্দুত্বের প্রচারে নেমে পড়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গুজরাতে ইতিমধ্যেই উন্নয়নের নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর পাল্টা প্রচারে নেমে মোদীকে কটাক্ষ করছেন কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধি। গুজরাতে ভোটের আগে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আবার রাহুল গান্ধিও মন্দিরেও ধর্মীয় স্থানে যাচ্ছেন ভোটারদের মন জয় করার জন্য। গুজরাতে রাহুল গান্ধির সভায় হাততালির প্রবল বহরে বিজেপির কপালে রীতিমত চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। তাই অবস্থা সামাল দিতে গুজরাতে ভোটের ময়দানে নেমেছেন একদিকে দলের সভাপতি অমিত শাহ, কেন্দ্রের মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, অন্যদিকে গুজরাতে হিন্দুত্বকে উস্কে দিতে টানা প্রচার চালাচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ওই রাজ্যে তিনি এখন উগ্রহিন্দুত্বের মুখ।

কিন্তু অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথের নিশানায় রয়েছেন কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধি, বোঝা যাচ্ছে গুজরাতে বিজেপিকে বেগ দিচ্ছেন রাহুল গান্ধি। বলা দরকার, গুজরাত বিধানসভার নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চোখা চোখা শব্দ ছুঁড়ে দিচ্ছেন রাহুল গান্ধি। আর এরই পাল্টা জবাব দিতে যোগী আদিত্যনাথ বলছেন, মন্দিরে পায়ের পাতা কাপড়ে ঢেকে, হাঁটু মুড়ে কীভাবে বসতে হয় রাহুল তা জানেন না। মন্দিরে যেন নামাজ পড়তে বসেছেন। একই সঙ্গে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনি তুলনা করলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। এটা মাত্রা ছাড়া স্তুতি, বলছেন সাধারণ মানুষ।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কামিনীকাঞ্চনত্যাগ ও পূর্ণাদি বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিত, তেজচন্দ্র, নারা'ণ, বলরাম, অতুল

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—আচ্ছা, লোকের তিল তিল করে ত্যাগ হয়, এদের কি অবস্থা। বিনোদ বলে, 'স্ত্রীর সঙ্গে শুতে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।' '' **দ্যাখো, সঙ্গ হউক আর না হউক, এক সঙ্গে শোয়াও খারাপ।** গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম।'' '' দ্বিজের কি অবস্থা! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে একি কম? **সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো, তা হ'লে তো সবই হলো।''**

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার?

''আমি আর কি?—**তিনি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এর (আমার)** ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে। তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয়! সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।'' '' তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ী ফিরে যাচ্ছে ! দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করতে ক'রতে কি বেরিয়ে গেল,—পেছু পেছু!''

''কয়েক দিন পরে তারক আবার এল (দক্ষিণেশ্বরে)। তখন সমাধিস্থ হ'য়ে তার বুকে পা দিলে – এর ভিতর যিনি আছেন।'' ''আচ্ছা, এমন ছোক্‌রাদের মতন আরকি ছোক্‌রা আছে!'' মাস্টার– মহিমটি বেশ। আপনার কাছে দু একবার গিয়েছিল। দুটো পাশের পড়া পড়েছে, আর ঈশ্বরে খুব অনুরাগ। শ্রীরামকৃষ্ণ– তা হ'তে পারে, অত উঁচু ঘর নয়। শরীরের লক্ষণ ততো ভালো নয়। মুখ থ্যাবড়ানো।

দিনপঞ্জিকা

২৯ আশ্বিন, ভাঃ ২৪ আশ্বিন, **১৬ অক্টোবর**, ২৯ আহিন, সংবৎ ১২ কার্ত্তিক বদি, ২৫ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৮, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৯। **সোমবার,** দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১২।৪৬মিঃ। মঘানক্ষত্র দিবা ঘ ৭।৫১ মিঃ। শুক্রযোগ রাত্রি ঘ ৯।৩৮মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ১।২৫ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ১২।৪৬ গতে গরকরণ। **জন্মে**—সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ঘ ৭।৫১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ। রাত্রি ঘ ১২।৪৬ গতে দোষনাই। **কালবেলাদি** ঘ ৭।৪ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।১৬ গতে ৩।৪২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৯।৫০ গতে ১১।২৬ মধ্যে। **যাত্রা**—নাস্তি, দিবা ঘ ৭।৫১ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৯।১০ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ১২।৪৬ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**– দিবা ঘ ৭।৪ মধ্যে। (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ঘ ৮।৩০ গতে বিক্রয়বাণিজ্য গোবিক্রয়াদি বৃক্ষাদিরোপণ কুমারীনাসিকাবেধ। **বিবিধ**–দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৭।৪৪ গতে পুর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।২৮ মধ্যে একাদশীর পারণ। **গোস্বামিমতে ও নিম্বার্কসম্প্রদায়মতে অদ্য একাদশীর উপপাস । গো-বৎসদ্বাদশী ব্রত**। শ্রীপাট পাণিহাটিতে **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শুভাগমন তিথি** উপলক্ষ্যে পূজা ও আগামী রবিবার **স্মরণ মহোৎসব। অমৃতযোগ**– দিবা ঘ ৭।১৪ মধ্যে ও ৮।৪৪ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৩০ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২০ গতে ৩।১১ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৯ আশ্বিন, ভাঃ ২৪ আশ্বিন,১৬ অক্টোবর, ২৯ আহিন, ২৫ মহরম। উঃ ঘ ৫।৩৮, অঃ ঘ ৫।৯ সোমবার, দ্বাদশী রাঃ ঘঃ ১২।৪৬।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

অমিতাভ মালিকরা চিরকাল অমর হয়ে থাকবে

এবার গুরুংদের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার জন্য তৈরি হোক রাজ্য সরকার

পার্থ কুণ্ডু

গান স্যালুটের মধ্যে দিয়ে শেষ যাত্রা শুরু হল অমিতাভ মালিকের। আকাশ-বাতাস তখন বিষণ্ণ। ভারি বাতাসে শুধুই অমিতাভ মালিকের স্ত্রীর বুক ফাটা কান্না। আর এই কান্নাই যেন গোটা বাংলাকে এক সূত্রে বিষোদগার ছুঁড়ে দিচ্ছে পাহাড়ে গুন্ডার বিরুদ্ধে। না... অমিতাভ মালিকের লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। অমিতাভ মালিক বেঁচে থাকবেন সমস্ত বাঙালির বুকে। তাঁর লড়াই আন্দোলন বাংলার মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রাখবে।

অশান্তির পারদটা শুরু হয়েছিল জুন মাসে। বিমল গুরুংরা হঠাৎ করে পাহাড়ে অশান্তি বাঁধিয়ে দিয়েছিল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সেদিন দার্জিলিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ সমস্ত মন্ত্রিসভার সদস্যরা পাহাড়ে উপস্থিত থাকলেও যে অশান্তি গুরুং অ্যান্ড কোম্পানি করেছিল তাতে ভীত হয়ে পড়েছিল ভিড়ে ঠাসা বাঙালি পর্যটকরা।

ঘটনাচক্রে সেদিন আমিও দার্জিলিঙে উপস্থিত ছিলাম। চোখের সামনে দেখেছি কত মানুষ তাদের স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পাহাড় ছেড়েছিলেন। মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যদের পাঠিয়ে দিলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পাহাড়ে থেকে সমস্ত পর্যটকদের দু'দিন ধরে সমতলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। যে পর্যটকরা না গেলে পাহাড়ের মানুষের রুটি রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। সেই পাহাড়ের নেতাদের সমতলের উপরে আক্রমণ হানার ঔদ্ধত্য আসে কোথা থেকে?

পাহাড়ের সমস্ত সম্পদ গত কয়েক মাসে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে গুরুং অ্যান্ড কোম্পানি। রাষ্ট্রের সম্পদ এমনভাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অধিকার আছে কী পাহাড়ের এই অপদার্থ নেতার। নেতা সেই হয়, যে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে, সমাজের মঙ্গল করতে পারেন। আসলে গুরুং অ্যান্ড কোম্পানি গুন্ডা ছাড়া আর কিছু নয়। কিসের জন্য পাহাড় ভাগ হবে? পাহাড় বাংলার অংশ। তাঁকে ভাগ হতে কোনওভাবেই দেওয়া যাবে না। আমরা বহু আন্দোলন দেখেছি। বহু মায়ের বুক খালি হয়ে গেছে লড়াই আন্দোলন করতে গিয়ে। অনেক স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। কিন্তু বাংলা ভাগ হতে দেওয়া যায়নি।

অমিতাভর স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর কেড়ে নিয়ে যারা ভাবছেন যারা বড় কাজ করে ফেলেছেন তাদের জেনে রাখা উচিত বাংলার মানুষ তাঁদের কোনওদিনও ক্ষমা করবেনা। আজ গোটা বাংলা অমিতাভর স্ত্রীর পাশে আছে। মোনালিসার কান্না আজ সমতলের মানুষকে এক সূত্রে বেঁধেছে। কোনওভাবেই গুন্ডার কাছে মাথা নোয়াবে না সমতল।

জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করে সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে অমিতাভ। আমাদের সকলকে সেই পথেই পা বাড়াতে হবে। কেন পাহাড়কে অন্য রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে? কোন প্রশ্নই নেই পৃথক গোর্খাল্যান্ডের। পাহাড় আর সমতল একছিল, এক থাকবে। অমিতাভর মৃত্যুর বদলা বুলেটেই নিতে হবে। এই প্রতীজ্ঞা করা উচিত পুলিশ দফতরের সব আধিকারিকদের। গুরুংদের বিরুদ্ধে এবার সর্বাত্মক লড়াই আন্দোলনের আওয়াজ তোলা দরকার। গুরুংয়ের শাস্তি চাই। কোনওভাবেই এই গুন্ডাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না বাংলার বুকে।

সমাজের মূল স্রোতে যার থাকার ইচ্ছা নেই, তাকে এই পৃথিবীর মাটিতে থাকার অধিকারও নেই। যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন খুঁজে বের করা উচিত গুরুংকে। পাহাড়ের জঙ্গি আন্দোলনের নাম করে যারা এ সব করছেন তারা জানেন না সমতলের স্ফুলিঙ্গ কতখানি। একটা সময় পর্যন্ত ধৈর্য দেখানো উচিত। যা রাজ্য সরকার তার প্রটকল অনুসারে দেখিয়েছে। এবার ঘুরে দাঁড়ানোর পালা।

যে পুলিশের বিরুদ্ধে সমাজের মানুষের বহু প্রশ্ন আছে। আছে বহু ক্ষোভ, সেই পুলিশের মৃত্যুতেই আজ বাংলার মানুষ চোখের জল ফেলছে। এই চোখের জলকেই শপথে পরিণত করতে হবে। গুরুংরা যেন কোনওভাবেই ছাড়া না পায়। গুরুংদের বিরুদ্ধে এবার রাজ্য সরকার পাল্টা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিক। অমিতাভর স্ত্রী মোনালিসার পাশে থাকার অঙ্গিকার রাজ্য সরকার করেছে। এবার মোনালিসার আর্জি মেটানোর পালা। আমার স্বামীর মৃত্যুর বদলা চাই... আমরা চাই গুরুংদের শাস্তি।

লেখাপড়া ঃ টুকরো স্মৃতির নিটোল ছবি

আশিসবরণ সামন্ত
শেষ পর্ব

সৌরভের বাবার পারিবারিক আয় ছিল দিনে জোর ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। অত্যন্ত নিম্ন আয় সম্পন্ন পরিবারের সৌরভ নিজের উদ্যোগে, মনের জোরে, বড়দের প্রেরণায় ও নিজের অধ্যাবসায়ে আজ প্রকৃতই সফল। ছোটোবেলা থেকেই সমাজসেবামূলক কাজে আগ্রহনিয়োগ করার লক্ষ্যে অবিভল সৌরভ বর্তমানে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস পড়ছে। তার পড়ার খরচ চালাতে এগিয়ে এসেছে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিদগ্ধ মানুষ। সৌরভের 'সৌরভ' চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক এ কামনা আজ সকলের।

বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকারও যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে বা তার মাধ্যমেও যে খুবই সাধারণ ছেলেমেয়ে নিজের চেষ্টাতেই খুবই অসাধারণ হয়ে ওঠে তা প্রমাণ করেছে কোতুলপুর সরোজবাসিনী গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী তনুশা মাসান্ত। পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সে এই স্কুলেই পড়েছে। দীর্ঘ চার বছরে সে একদিনের জন্যও স্কুল আসা বন্ধ করেনি। তার এই নজির বিহীন উপস্থিতির জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেমন তাকে বারবার পুরস্কৃত করেছেন আমিও ব্যক্তিগতভাবে তাকে উৎসাহ দেবার জন্য এবং প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেবার জন্য পুরস্কৃত করেছি। ১৯৯৯ সাল থেকে ওদের স্কুলে আমার যাতায়াত। নবম-দশম শ্রেণি পড়েছে ওই একই থানার মির্জাপুর হাইস্কুলে। ওই স্কুলেও সে পরপর দুবছর প্রতিদিনই উপস্থিত ছিল। শৈশব থেকেই তনুশার জীবনের লক্ষ্য প্রাথমিক শিক্ষক হওয়া। সে অনুভব করেছিল একটি মানুষের জীবনের ভিত প্রাথমিক শিক্ষকের হাতেই গঠিত হয়। মানুষ গড়ার কারিগর হওয়ার স্বপ্নে বিভোর তনুশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পিছনের সারিতে থাকলেও নিজের প্রচেষ্টায় ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুযোগ গ্রহণ না করে বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার ছাদনার বেসিক ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণরত। সাধারণ বিভাগের ছাত্রীদের জন্য ২০০৫ সালের নির্বাচিত তালিকায় তনুশার স্থান প্রথম। অত্যন্ত সাধারণ মাপের সেদিনের সেই মেয়েটি আজ তার স্বপ্ন পূরণের পথে।

সোনামুখী গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী সুচেতা গঙ্গোপাধ্যায় তখন নবম শ্রেণিতে পড়তো। ১৯-৮-৯৯ তারিখে ওদের বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুচেতার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলাম 'সুচেতা, তোকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে দেখতে চাই।' ওইদিন পর্যন্ত যার জীবনের লক্ষ্য ছিল ডাক্তার হওয়া, জানি না, এই কথাটি ওর মনে সেদিন কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত গানের চর্চা চালাতে থাকে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগও রাখে। ২০০০ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে সুচেতার একটি চিঠি পাই। তার কিছু অংশ—'আমার কোন দাদা নেই। আপনি আমার দাদা হবেন? না না দাদাকে কেউ আপনি বলে না।' পরের অংশে দেখি, 'দাদা আগামী ২৯ অক্টোবর ভাইফোঁটার দিনে তুমি আমাদের বাড়িতে এসো। ভাইফোঁটা দেবো। ওই দিন ভাতৃদ্বিতীয়া। হ্যাঁ, তারও আগে একটা কথা শোনো, আগামী ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় কলকাতা ক-কেন্দ্রে আমার গান আছে। শুনবে, কেমন হয়েছে জানাবে। আশা করি, তুমি খুশি হবে।'

২০০১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং ২০০৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ভাল ভাল কলেজে পড়ার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে কলকাতার সংগীত রিসার্চ আকাদেমিতে আবাসিক ছাত্রী হিসাবে রিসার্চ করছে। বর্তমানে সুচেতা প্রকৃতই একজন উচ্চমার্গের উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী।

সেদিনের সেই কিশোরমনের প্রতিক্রিয়ার কথা আজও ভেবে বিস্মিত হই। সোনামুখী গেলেই ওদের বাড়িতে একবার যেতেই হয়। সত্যিই সে যে আজ আমার ছোট্ট বোন!

ইন্দাস থানার গুরুধাম শান্তাশ্রম ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাভবনের আর এক ছাত্রীকেও কথা রাখতে দেখেছি। ৩-২-২০০০ তারিখের পরিদর্শনের দিনের ঘটনা। শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন কালে অন্যান্য শ্রেণিগুলোর সাথে একাদশ শ্রেণিতে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছিলাম। কেননা, ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষেই ওই বিদ্যালয়ে প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। শেষ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে তখন চলে আসছি, তখন অনেকের সাথে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলে, 'স্যার, আপনি তো বললেন শিক্ষার স্বার্থে প্রত্যেকের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে এসেছেন। আমিও হাত বাড়িয়ে দিলাম।' আমি কোন রকম ইতস্তত না করে হাত মিলিয়ে বলি—'কী নাম?' তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় 'প্রগতি দে, আমি একাদশ শ্রেণি কলা বিভাগের ছাত্রী। এতক্ষণ তো অনুষ্ঠান পরিচালনা করলাম, কেমন হয়েছে?' আমিও উত্তর দিই 'সুন্দর', আবার বলি, 'প্রকৃষ্ট গতি যার সেই তো প্রগতি। গতি অব্যাহত রাখতে হবে।' সঙ্কোচ না করেই উত্তর দেয়, 'অবশ্যই চেষ্টা করবো।'

২০০১ সালে সাফল্যের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্ধমান কলেজ থেকে বাংলা অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ (বাংলা) শেষ বর্ষের ছাত্রী। সেদিন জানতে চেয়েছিলাম, তার জীবনের লক্ষ্য কী? প্রগতি বলেছিল, আপতত গতি অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যতে অধ্যাপিকা হওয়া।

অত্যন্ত দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়েটি পারিবারিক চাপে নার্সিং ট্রেনিং-এর জন্য আবেদন করে সুযোগ পেয়েও যায়নি। সে বলেছে, 'আমার যে গতি অব্যাহত রাখার কথা আমাদের পরিদর্শক মশাই বলেছেন, আমি গতি অব্যাহত রেখে দেখাতে চাই।' আমরাও আশাবাদী।

আমার এই নতুন পদ্ধতির বিদ্যালয় পরিদর্শন এইভাবে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে প্রভাবিত করেছে। মহকুমার ১২৪টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি থেকে কম করে ১০/১৫ জন করে এখনই এই রকম ছাত্রছাত্রীর নাম বলে দিতে পারবো, যারা পরামর্শমতো নিজেদের তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এরা সবাই 'লেখাপড়া' করতে এসেছে, 'পড়াশোনা' নয়। এদের কেউ কেউ টিউশন পড়লেও বিদ্যালয়ের বিকল্প হিসাবে প্রাইভেট টিউশনকে ব্যবহার করেনি। ব্যবহার করেছে বিদ্যালয় শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে। এছাড়াও প্রতিদিনের পড়া এবং লিখিত হোমটাস্ক প্রতিদিন নিয়ম মেনে করেছে। প্রতিটি শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা এ বিষয়ে একটু গুরুত্ব দিলে প্রতি বিদ্যালয় থেকে অসংখ্য অরিন্দম সাঁতরা পাওয়া যাবেনা ঠিকই, তবে আফজল মিদ্দা, সাহেদা আফরিন, সৌরভ অধিকারী, সানন্দা মণ্ডল পাওয়া যাবেই।

সম্পাদক সমীপেষু

রেডিওতে বোর্নভিটা

একটা সময় ছিল, যখন আমাদের ভালবাসার একমাত্র সঙ্গী ছিল রেডিও। আমরা সেদিন যা কিছু শুনতাম, সবটাই প্রচার করতে এগিয়ে আসতো অল ইণ্ডিয়া রেডিও। গান বলুন, কবিতা বলুন, শ্রুতিনাটক, যাত্রাপালা, গীতি আলেখ্য, এমনকী দেশের যারা দায়িত্ব নিয়ে দেশকে পরিচালনা করতেন, তাঁরাও রেডিওতে এসে তাঁদের কথা বলতেন। সেই কথা আমরা শুনতাম রেডিওতেই। সেদিনের মজাটাই ছিল একটা ভীষণ আনন্দের। ফুটবলের ধারা বিবরণী দিতে এলেন বিরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, আমরা ভুলে যায়নি পুষ্পেন সরকার, অজয় বসু, কমল ভট্টাচার্যের মতো মানুষকে। তাঁরা বাংলায় ধারাবিবরণী দিয়ে গেছেন ক্রিকেট খেলা যখন হতো রণজি স্টেডিয়ামে, আমাদের কাছেইডেন হিসাবেই বিশেষভাবে পরিচয় নিয়ে রয়েছে। ঠিক তারই পাশে আকাশবাণী ভবন। এখান থেকে তখনও সম্প্রচার করা হতো নানা অনুষ্ঠান। আজও সম্প্রচার করা হচ্ছে নানারকমের অনুষ্ঠান। কত ভাল লাগে। এই আকাশবাণী আজ আমাদের কাছে গর্বের। সর্ব প্রথমবার সরাসরি রিলে করে মানুষকে শুনিয়েছিল আকাশবাণী ১৯ আগষ্ট ও ১৫ আগষ্ট সেন্ট্রাল হল থেকে, এই রিলে করা হয়েছিল নিউদিল্লির পার্লামেন্ট থেকে। গান্ধীজী মৃত্যুর সেই দুঃসংবাদ মানুষকে বেদনা দিয়েছিল। সেই সংবাদ জানাতে এসেছিলেন মেলভিল্লেডিল মেক্সো, তিনিও সরাসরি রিলে করেছিলেন ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে। রেডিও আজ তাই জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। এই রেডিওতে কুইজ কনটেস্ট-এর অনুষ্ঠান শুনতাম। তবে সেই কুইজ-এ তরকাদের ভিড় থাকতো না। নম্বর অধিক পেলে মোটা অঙ্কের অর্থদানও করা হতো না। এই কুইজ কনটেস্ট-এ যারা এসে বসতো, তারা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের নামীদামী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। সেই প্রতিযোগিতা চলতো, যাদের পয়েন্ট বেশি থাকতো, তারাই পরের রাউণ্ডে পৌঁছে যেতে পারতো। এইভাবেই রাউণ্ডের পর রাউণ্ড চলতো এবং সর্বশেষে দুটি স্কুল ফাইনালে উঠত। প্রতিটি প্রশ্নই থাকতো বেশ শিক্ষামূলক। এখানে অন্য কোন বিষয়কে তুলে ধরা হতোনা। শুধুই অজানা প্রশ্ন। যার উত্তর দিতো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানকে পরিচালনা করতেন আমিন সাহানী। নাম রেখেছিলেন বোর্নভিটা কুইজ কনস্টেস্ট। এটা একটা কোম্পানীর হয়েই তিনি করতেন। যা ভাল যার শেষটা ভাল। তার কথাটা বোধ হয় বারবার এইভাবে উঠে আসে। একটু মনে করে দেখুন তো, এই অনুষ্ঠান শুনেছিলেন কিনা। - **প্রবীর মিত্র**

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

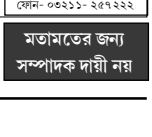

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক